আমাদিন

তারিখ 18 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাবিতে মুখোমুখি ছাত্রলীগের দু'গ্রুপ

ছাত্র সংগঠনের লাগাম টেনে ধরুন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ফের সংঘর্ষে আহত হয়েছে কমপক্ষে ৩০ জন এবং গুলিবিদ্ধ হয়েছে একজন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ছোড়া টিয়ার শেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে অর্ধশতাধিক ছাত্রছাত্রী। এ সময় প্রক্টরের বাসাসহ আশপাশের বেশ কয়েকটি বাসা ভাংচুর হয়। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জরুরি সিন্ডিকেট সভায় বসেছে। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি জাবি ছাত্রলীগের কার্যক্রম আবারো ১ মাসের জন্য স্থগিত করেছে। এর আগে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের জের ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করেছিল কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। সেই তারিখ শেষ হওয়ার দুদিন আগেই ফের সংঘর্ষের ঘটনায় গোটা ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

জানা গেছে, ছাত্রলীগের সোহেল-জনি গ্রুপের কর্মী মীর মশাররফ হোসেন হলের ছাত্র নয়নকে অপর গ্রুপ আজিবুর-অয়ন গ্রুপের কর্মীরা মারধর করলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। এ সম্পর্কে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করে বলেন, স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হওয়ার আগেই ক্যাম্পাস আবারো অস্থিতিশীল করার জন্য তারা আমাদের নেতাকর্মীদের মারধর করেছে। ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করতে বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা তাদের মদদ দিচ্ছেন বলেও ছাত্রলীগ নেতারা অভিযোগ করেন।

ছাত্রলীগের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার কারণে শুধু জাবি নয়, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা বিরাজ করছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। গত এক মাসে এরূপ সংঘর্ষ হয়েছে চট্টগ্রাম, ঢাকা, জগন্নাথ, শাহজালাল, রাজশাহী প্রকৌশল ও পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজেও ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। এ জাতীয় ঘটনাগুলো কেন ঘটছে তা বুঝতে কারো অসুবিধা না হলেও এর লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। এ কারণে গত দেড় মাসে ছাত্রলীগের কার্যক্রম এক রকম স্বেচ্ছাচারিতায় রূপ নিয়েছে।

কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয়, বর্তমানে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ উত্তপ্ত পরিস্থিতি যতোই দিন যাচ্ছে ততোই ঘোলাটে আকার ধারণ করছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরের কোনো গ্রুপ ছাত্রলীগের মাধ্যমে এ ঘোলাটে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি নষ্টের মিশনে নেমেছে কি না এ জাতীয় অভিযোগও এখন উঠে আসছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে বর্তমান ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডই যথেষ্ট।

সরকার গঠনের আগে গত দুই বছর আওয়ামী লীগ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত ছিল। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জেলে থাকার সময় অনেক সংস্কারপন্থী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সভানেত্রী শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে সে ঝামেলা মোকাবেলা করেছিলেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান। এখন সবাই জেলের বাইরে এবং ক্ষমতায়। এখন যদি সেই আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করা না যায় তাহলে তা হবে দুঃখজনক।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কার্যক্রম আরো এক মাসের জন্য স্থগিত এটা কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। এই এক মাস এক সময় পূর্ণ হবে, তখন ছাত্রলীগ আবার একই ঘটনার জন্ম দেবে না, সে নিশ্চয়তা কোথায়। তাই আমরা মনে করি এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গত সাত বছরে তিল তিল করে আওয়ামী লীগ যা অর্জন করে ক্ষমতায় এসেছে, সে অর্জন ছাত্রলীগের জন্য অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে না। ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড যদি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করে তাহলে এর দায়দায়িত্ব সভানেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার ওপরই পড়বে। ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখ হাসিনা যতো তাড়াতাড়ি কঠোর হবেন ততো তাড়াতাড়ি তা আওয়ামী লীগের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে, শিক্ষাঙ্গন স্থিতিশীল হবে। অন্যথায় ছাত্রলীগের দায়ভার এসে পড়বে আওয়ামী লীগের ওপর।...